প্রথম আলো

তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০৩ কলাম ৩-৬

চুয়াডাঙ্গা নার্সিং ইনস্টিটিউট

জালিয়াতির অভিযোগে ৩৮ জনের ভর্তি বাতিল

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ●

চুয়াডাঙ্গা নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ৪৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৮ জনের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে। ভর্তি-প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির অভিযোগে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৫ থেকে ২৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা নার্সিং ইনস্টিটিউটে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিংয়ে ৪৯ জন ছাত্রী ভর্তি হন। গতকাল রোববার সকালে সেবা পরিদপ্তরের পরিচালক (নার্স) সুরাইয়া বেগমের সই করা একটি ফ্যাক্স বার্তা চুয়াডাঙ্গা নার্সিংয়ে পৌঁছায়। তাতে ৩৮ ছাত্রীর ছাত্রত্ব বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের নার্সিং ইনচার্জ আলোমতি বেগম দুপুরে সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানালে ওই ছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। একপর্যায়ে অনিকা খাতুন ও মোছা. নাসিমা নামের দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ছাত্রত্ব বাতিল হওয়া একজন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার কেদারগঞ্জের আয়েশা আক্তার। তিনি বলেন, গত বছরের নভেম্বর মাসে অন্যদের সঙ্গে তিনিও নার্সিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। মেয়ের আকস্মিক এ দুঃসংবাদে নার্সিং ইনস্টিটিউটে ছুটে আসেন বাবা ইদ্রিস আলী। তিনি বলেন, 'অনেক আশায় ধারদিনা কইরে মেয়েরে নারছে ভত্তি কইরেলাম। দুই মাসের মদ্দি সে আশার গুড়ি বালি পড়বে কিডা জাইনত?'

সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া রাজাপুর গ্রামের অনিকা খাতুন বলেন, যে ৩৮ জনের ছাত্রত্ব বাতিল করা হচ্ছে, তাঁদের বেশির ভাগই হতদরিদ্র পরিবার থেকে আসা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার সুরাইয়া বেগম বলেন, শুধু চুয়াডাঙ্গা নয়, সারা দেশে ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও সাতটি কলেজের সব কটিতেই একই অবস্থা। তিনি বলেন, 'আমার কাছে খবর এসেছে সারা দেশে অন্তত ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী এই দুর্ভোগে পড়েছেন। কোথায় কারা কী ম্যাকানিজম করেছেন, তার একটা সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। এ বিপর্যয় মেনে নেওয়া যায় না।'